Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY

কালের কণ্ঠ
০৩-০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা- ১৫ ও ১৬, প্রথম অংশ

আলোচনাসভায় সাবেক গভর্নর ফরাসউদ্দিন

জোর করে ব্যাংকের একীভূতকরণ ঠিক না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুর্বল ব্যাংককে ভালো ব্যাংক হিসেবে পরিণত করার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি মার্জার বা একীভূতকরণ। এই একীভূতকরণে উভয় ব্যাংকের সম্মতি থাকতে হবে। জোর করে ব্যাংক একীভূত করা ঠিক হবে না। এভাবে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে আর্থিক খাতে সুদিন ফিরবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর পল্টনে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম কার্যালয়ে আয়োজিত 'কনভার্সেশন উইথ ইআরএফ মেম্বার' শীর্ষক এক আলোচনায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, 'আমাদের একটা উৎকণ্ঠা আছে, ব্যাংক বন্ধ হলে বোধ হয় আমানতের টাকা আর পাওয়া যাবে না। এটা ঠিক নয়। ব্যাংক ইউরোপ, চীন, জাপানসহ অনেক দেশে হরহামেশাই বন্ধ হচ্ছে। আসল বিষয় ব্যাংকে টাকা আসার দরকার। এ জন্য তিন থেকে ছয় মাস মেয়াদের আমানতের ক্ষেত্রে যত প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা দরকার।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর বলেন, 'ব্যাংক একীভূত হতে পারে। এটা নতুন কিছু

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

নয়, সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে। তবে জোর করে করাটা ঠিক হবে না। যে দুটি ব্যাংককে একীভূত করবেন তাদের সম্মতি থাকতে হবে। দুর্বল ব্যাংককে ভালো করার ক্ষেত্রে একীভূতকরণ একমাত্র সমাধান নয়। এর আরো অনেক বিকল্প আছে, সেগুলো ভেবে দেখা দরকার। এটা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একীভূত করা উচিত।'

তিনি বলেন, ব্যাংককে সমস্যা থেকে উত্তরণে একীভূতকরণ একটি উপায়। তবে তা আলাপ-আলোচনা করে করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা করছেও। কিন্তু যে ব্যাংককে একীভূত করার কথা হচ্ছে এখন অনেকে অস্বীকার করছে। একীভূতকরণের পর চাপ সহ্য করার ভয়ে এখন অস্বীকার করছে।

এখন যাদের ভালো ব্যাংক বলা হচ্ছে তেমন চারটি

▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ১

Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

কালের কণ্ঠ
০৩-০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা- ১৫ ও ১৬, প্রথম অংশ

জোর করে ব্যাংকের একীভূতকরণ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংককে অন্যভাবে ভালো করা হয়েছে। হুট করে একীভূতকরণ ঠিক নয়। বেসিক ব্যাংককে যতই একীভূত করা হোক, এটা আদৌ সম্ভব হবে কি না? এতে নতুন করে কোনো সংকট না হয় সেটা খেয়াল করতে হবে। বেসিক ব্যাংক শুরুতে সরকারকে মুনাফা দিয়েছিল। এই ব্যাংককে যতই একীভূত করার চেষ্টা করছেন ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত। বিডিবিএলকে একীভূত করা ঠিক হবে না। আর উত্তরাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) সৃষ্টি হয়েছে। রাকাব ব্যাংক হিসেবে হয়তো ভালো করতে পারেনি, কিন্তু উত্তরাঞ্চলের কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। উত্তরাঞ্চলের কৃষির কথা বিবেচনা করে রাকাবকে একীভূত হওয়া থেকে সরে আসতে পরামর্শ দেন ড. ফরাসউদ্দিন।

আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার উল্লেখ করে সাবেক এই গভর্নর বলেন, গত দেড় দশকে ব্যাংকিং খাতের পরিধি বাড়লেও বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল বাড়েনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান করা উচিত অথবা গভর্নরের ক্ষমতা বাড়িয়ে চাকরির মেয়াদ অন্তত ছয় বছর বাড়াতে হবে।

অর্থবছরে পরিবর্তন আনার বিষয়ে ফরাসউদ্দিন বলেন, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মেয়াদে আনতে হবে অর্থবছর। বাংলাদেশ ব্যাংক আরো কার্যকর এবং অর্থ মন্ত্রণালয় আরো দক্ষ হলে দেশের অর্থনীতি সহজেই ঘুরে দাঁড়াবে।

এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক এই গভর্নর বলেন, যাঁরা নিয়মিত গ্রাহক তাঁরা ঋণের ১০ শতাংশ ক্যাশ দিয়ে পুনরায় নিয়মিত (পুনঃ তফসিলি) করেন। আর যাঁরা বড় খেলাপি তাঁরা ঋণের ২ শতাংশ ক্যাশ ফেরত দিলেই ঋণ পুনঃ তফসিলি হয়ে যায়। ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ঋণ পুনঃ তফসিলি করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল।

ফরাসউদ্দিন বলেন, 'খেলাপি ঋণ যার যত বড় হয়ে যায়, সে তত বেশি শক্তিমান হয়ে যায়। তত বেশি সুদ মওকুফ পায়। এই সুদ মওকুফ বন্ধ করা উচিত। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তাই করতাম।' একজন কৃষককে ১০ হাজার টাকা খেলাপি ঋণের জন্য জেলে যেতে হয়, আর ১০ হাজার কোটি টাকার শিল্পঋণের খেলাপিকে সালাম দেওয়া হয়। পাশে বসিয়ে সম্মান দেখানো হয়। এই নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়ে ভাবার পরামর্শ দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর।

তিনি বলেন, যারা বড় খেলাপি তাদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এ জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত দিয়ে হয়তো কিছু করতে পারে, তার চেষ্টা চলছে। তাঁর মতে, বারবার ঋণ পুনঃ তফসিলের কারণে ব্যাংকিং খাতে এখন অর্থের টান পড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য টাকা ছাপিয়ে বা ট্রেজারি বন্ডে টাকা তোলা হয়েছে। এর কারণে মূল্যস্ফীতি কমছে না। এগুলো কমানোর একমাত্র পথ হলো খেলাপি ঋণ আদায় করা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই গভর্নর বলেন, গত ১৫ মাসে বিশ্বের অনেক দেশ ৯ থেকে ১১ শতাংশ মূল্যস্ফীতি এখন ৫ শতাংশের কাছে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ তেমনভাবে পারেনি। এ জন্য মনিটরিং পদ্ধতি বদল করতে হবে। সরাসরি নিয়মিত তদারকি বাড়াতে হবে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, ৯.৭ মূল্যস্ফীতির পরও মানুষ ভালো আছে বলে মন্ত্রীরা বলছেন। এটা বাস্তবতাবিবর্জিত। হয়তো সামান্য বেতন বেড়েছে, কিন্তু এই মূল্যস্ফীতিতে মানুষ ভালো আছে, এটা বলা যাবে না।

তিনি বলেন, বোরো আবাদ কাটা শুরু হয়েছে। তাই এখন সরকার আগামী ১৫ দিন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ২০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করলে কৃষকরা বাঁচবে এবং ফসলের আসল দাম পাবেন। সরকারের মজুদ বাড়লে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

ফরাসউদ্দিন বলেন, বছরে ৭০০ কোটি ডলার পাচার হয়ে যাচ্ছে, এটা নিয়ে কেউ কিছু বলে না। করখেলাপি, ঋণখেলাপি, অর্থপাচারকারী একই সূত্রে গাঁথা। তিনি আরো বলেন, টাকা পাচার নিয়ে কথা হলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। এ ব্যাপারে সরকারও নীরব, রহস্যজনক কারণে আইএমএফও নীরব। এটা দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, দেশের ব্যাংকগুলোতে স্বল্পমেয়াদি আমানতের পরিমাণ বেশি। এ খাত থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিলে সমস্যা তৈরি হয়। এ জন্য দেশের পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করার দরকার ছিল। তবে দেশের পুঁজিবাজার শক্তিশালী হয়নি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফের সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। সঞ্চালনা করেন ইআরএফের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।